দৈনিক
জনকণ্ঠ

13 APR 2007

সহিষ্ণু সময়

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

উচ্চশিক্ষার সঙ্কট কাটাতে হলে

বর্তমান আপৎকালীন সরকার তিন মাসের সরকার নয়। তিন মাসের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটা সীমাবদ্ধতা ছিল, কোন নীতিনির্ধারণ কাজ করতে পারবে না। সেটা নির্বাচিত সরকারের এখতিয়ার। বর্তমান আপৎকালীন সরকারের সে-সীমাবদ্ধতা নেই। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অনেক সংস্কারকর্ম এ সরকার হাতে নিয়েছে। যেগুলি অত্যন্ত জরুরী বলে কেউ সেটা এদের এখতিয়ার-বহির্ভূত বলে আপত্তি করছে না। এ সরকার যদি উচ্চশিক্ষাঙ্গনের বর্তমান বিশৃঙ্খলা দূর করার লক্ষ্যে কোন নীতিনির্ধারণী কার্যক্রম গ্রহণ করেন যার সুফল সম্বন্ধে আমরা আশাবাদী হতে পারি। তাহলে সেটা সকল মহলে সমর্থন পাবে বলে আমার বিশ্বাস

পঞ্চাশের বেশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর স্বীকার করতেই হবে দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনের চেহারা অনেকটাই পাল্টে গেছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি যে প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, সংবাদপত্রে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের খবর থেকেই সেটা অনুমান করা যায়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ, এরা জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের বিপুলতা নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়। এরা কর্মক্ষেত্রে কোন্ বিষয়গুলিকে কর্মদাতারা জরুরী ভাবছে, এর মধ্যে সবার আগে আসে বিজনেস স্টাডিজ, অর্থাৎ বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রী, সেগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে, তাদের কার্যক্রম স্থির করেছে। তাদের এই অত্যন্ত বাস্তবমুখী কার্যক্রমের মধ্যে বিজ্ঞান মানবিকীবিদ্যা ও সমাজবিদ্যার জায়গা হয় না। ফলে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের দিকে তাকালে এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একটা বিশেষ , ও সঙ্কীর্ণ অর্থে, বিশ্ববিদ্যালয় বলতে হয়। এদের সপক্ষেও কিছু বলার থাকে। এরা কর্মজগতের একটা বিশেষ চাহিদা মেটাচ্ছে। বাজারে বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রীধারী ছেলেমেয়েদের চাহিদা আছে। সেই চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এসেছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এদের অনেকেরই কাজের মধ্যে বেশ কিছু ফাঁক ও ফাঁকি ধরা পড়েছে। ইউজিসি এ-বিষয়ে ওয়াকিফহাল। তবু তদন্তে অতিশয় দুর্বল প্রমাণিত ও বন্ধ করে দেয়ার জন্য সুপারিশকৃত, কোন বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়নি। বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ সুপারিশ পর্যায়েই রয়ে গেছে, বাস্তবায়িত হয়নি। এদের চিহ্নিত দুর্বলতাগুলি নিয়ে এদের পক্ষে সম্ভব নয় মানসম্মত শিক্ষাদান, ইউজিসি কমিটির এই বিবেচনাকে মূল্য দিতেই হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বিদায়ী সরকার চায়নি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে, স্রেফ রাজনৈতিক বিবেচনায়।

মূলধারার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও—আজকাল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কথাটা চালু হয়েছে— সমালোচনার উর্ধে নয়। এদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, অযোগ্য ব্যবস্থাপনা। সেশনজট-এর বেড়াজালে আটকে আছে এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সমস্যাটা জটিল করেছে এদেশের রাজনীতি। সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একেক সমস্যা। রাজশাহীতে দু'জন শিক্ষক খুন হয়েছেন। খুনীদের সঙ্গে যোগ রয়েছে কিছু শিক্ষক ও ছাত্র, এমন অভিযোগ রয়েছে। প্রশাসন যে ভূমিকা নিয়েছে, সুষ্ঠু তদন্তের ও বিচারের প্রশ্নে, সেটাও নেতিবাচক ও সন্দেহজনক। মানসম্পন্ন শিক্ষাও দারুণভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। এর একটা কারণ ব্যাপকভাবে নিম্নমানের শিক্ষক-নিয়োগ ও অন্য এক কারণ, বিভিন্ন আন্দোলনঘটিত বাধাগ্রস্ত বা বাতিল শিক্ষাদান কর্মসূচী। ধর্মঘট-হরতাল প্রতিবাদ কার্যক্রম বছরের অনেক কার্যদিবস কেড়ে নিচ্ছে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে, পরীক্ষা হলেও পরীক্ষার ফল-প্রকাশে ব্যাখ্যার অতীত বিলম্ব ঘটছে। বিলম্ব যাঁরা ঘটাচ্ছেন, সেই শিক্ষকেরা কোনভাবেই নিন্দিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না। ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকেরা অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছেন বা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন এই অরাজক পরিস্থিতি। আর্থিকভাবে সমর্থ অভিভাবকেরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য বেছে নিচ্ছেন নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন, কেউ দেশে কেউ বিদেশে। একটুও অতিশয়োক্তি না করে বলা যায়, দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে।

এই ভেঙ্গে পড়ার মূল কারণ খুঁজতে গেলে সেটা পাওয়া যাবে, যদি না আমি মারাত্মক ভুল করে থাকি,—দেশের রাজনীতির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রভাব বিস্তারের চিন্তা আমাদের রাজনীতিকদের মধ্যে প্রথম স্পষ্টভাবে দেখা যায় আইয়ুব-মোনেম যুগে। সামরিক শাসন দেশের জনগণ যতটা নীরবে মেনে নিয়েছে, মুক্তচিন্তার সূতিকাগার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তা নেয়নি। প্রতিটি ক্যাম্পাসে প্রতিবাদী চিন্তা ও প্রতিবাদী কার্যক্রম দেখে কর্তৃপক্ষ/ সরকার ভেবেছিল, ছাত্রদের মধ্যেই একটা সরকার-সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করে, তাদেরকে একটা লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত করলে পুলিশের প্রয়োজন পড়বে না, পুলিশী কাজ সরকারের এই পেটোয়া বাহিনীই করতে পারবে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল এনএসএফ নামের ছাত্র সংগঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও এনএসএফ-অনুকূল করা হয়েছিল। এই ছাত্র নামধারী গুণ্ডাদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন। এবং এই সরকারের কু-নজরে পড়ে শিক্ষক দেশত্যাগী হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির মধ্যে কোন গুণগত পরিবর্তন দেখা গেল না। সরকার-সমর্থক একটা ছাত্র সংগঠন আরও শক্তিশালী ভূমিকায় দেখা দিল। সরকার পরিবর্তনের পর এরা কোণঠাসা হ'ল নতুন সরকার সমর্থক ভিন্ন এক ছাত্র সংগঠনের কাছে। ক্যাম্পাসের হলগুলি আর ছাত্রদের নিরাপদ আবাসস্থল রইল না। উগ্র ও অসহিষ্ণু ছাত্র রাজনীতির চারণ ক্ষেত্রে পরিণত হ'ল ক্যাম্পাসের আবাসিক হলগুলি। পরিস্থিতি এতটাই বদলে গেল যে আবাসিক হলে ভর্তি, ভর্তির পর কক্ষ বরাদ্দ করা, প্রশাসনের এই কাজটা চলে গেল ক্ষমতার আসনে আসীন ছাত্র সংগঠনটির হাতে। হল কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই পরিণত হ'ল ঠুঁটো জগন্নাথে। ক্যাম্পাসে কোন সহিংসতার ঘটনা ঘটলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা তদন্ত কমিটি গঠন করে তার কর্তব্য সম্পন্ন করেছে। এ-সব তদন্তের কোন যুক্তিসঙ্গত পরিণতি কেউ কখনো দেখেনি।

আজ কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধিমালায় নির্দেশিত কোন কর্মসূচী যে পালিত হচ্ছে না, নিয়মের এই ব্যভিচারকেই আমরা দীর্ঘকাল নিয়ম বলে মেনে নিয়েছি। এটা এক দিনে হয়নি, দিনে দিনে হয়েছে। এবং যতো দিন গিয়েছে, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গিয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য অনেকে '৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে দায়ী করছেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ না হলেও বড়োজোর একটা অর্ধসত্য। দেশের ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে '৭৩-এর আইনে চলে মাত্র ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় অথচ আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে

পাত্র চাই : আমোর
সুন্দরী (৩১+৫-২´)
ডিভোর্স পাত্রীর বিবাহিত
চাই। পাত্রকে আর্থিক স
হবে। যোগাযোগ ঃ ০১
০১৭১৯৩২১৩৬৮। জ

হিন্দু পাত্র চাই : কান
আমেরিকায় চাকরির
ইউনিভার্সিটি থেকে
ডিগ্রীপ্রাপ্ত) সাহা পাত্রীর
শিক্ষিত পাত্র চাই। অস
পাত্র অগ্রগণ্য।
সরাসরি যোগাযোগ–০১
০১৭১৬১৬৫৯৭৫। জ

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই : এম
পাত্রী। উপযুক্ত পাত্র
সহায়তা করা হবে। Ph
Mob-01712-95762
জ

হিন্দু পাত্র চাই : সরক
কর্মকর্তা এমএসসি (
শ্রেণী, সুশ্রী-ফর্সা, মার্জি
সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পাত্রীর অন
ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, ব্য
উপযুক্ত পাত্র।
০১৭১৫৪৯৫০৪৯, দিলী
জ

ডাক্তার পাত্রী চাই :
ডিএমসি (৩০, ৫-১১
(৩২, ৫-৮´) ও এম.এম.
ও এমএমসি (৪০, ৬
পাত্রের–৯৩৫০৬৫৮, ০
shadebd@bangla.
জ

পাত্র/পাত্রী : ফ্রি মেম্বার
ইঞ্জিনিয়ার, চাকরিজীবী
সকল পাত্র/পাত্রীর প্রতি
পরিচালিত। মাসুদ
সার্ভিস দেই। ০১
০১৯১২০৭২২৩৪। জ

পাত্র চাই : শিক্ষিত (
লম্বা (৫-২´), উজ্জ্বল শ
পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পা
ও ছবিসহ যোগাযোগ :
সেলিমা হক, ৪/এ, বব
(নিচতলা), ঢাকা-১২
০১৭১১৯০০৬৪৩। জ

পাত্রী চাই : ঢাকায় ব্যব
এমএ (ঢাবিঃ) নম্রভদ্র
আর্জেন্ট পাত্রী চাই
০১৭২৬০০৯৭৫৮। জ

হিন্দু পাত্র চাই : সুপরি
ফর্সা স্লীম, এমএ (৫-
পাত্রীর কর্মঠ চাকরি
মধ্যবিত্ত হলেও চলবে
জেলার আর্জেন্ট পা
০১৭২৬০০৯৭৫৮। জ

পাত্র চাই : গুলশা
বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (
(৫-৫´-২২) বিবিএ (
পাসকৃতা (৫-৪
পাত্র। মু